উচ্চ মাধ্যমিক - বাংলা ২য় পত্র। সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্ন ও সমাধান।

ঢাকা বোর্ড পরীক্ষার্থী- ২০২৫

১। উচ্চারণ..... ৫ নম্বর

ক) ধাপ: ১ **১। আদ্য-'অ' উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

২। মধ্য-অ উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

৩। অন্ত্য-'অ' উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

*** ৪। এ-ধবনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। (কু.বো-২৩; সি.বো-২৩; য.বো-২৪; ব.বো-২৪)

ধাপ: ২ ৫। ম-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। (ঢা.বো-২৩; দি.বো-২৩)

৬। ব-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। (য.বো-২৩; ব.বো-২৩; কু. বো-২৪)

৭। য-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।(ঢা.বো-২৪)

অতিরিক্ত:

৮। অ-ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। ঢা. বোর্ড- ২০১৯, ২০২২; ম.বো-২৩; রা.বো-২৩,২৪; দি.বো-২৪; চ.বো-২৪

৯। বাংলা উচ্চারণের যে কোন পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

১০। উচ্চারণরীতি বলতে কী বোঝ? বিশুদ্ধ উচ্চারণ প্রয়োজন কেন আলোচনা কর।

অথবা, খ) নিচের শব্দগুলোর উচ্চারণ লেখ

(৮ টি শব্দ দেওয়া থাকবে। যেকোনো ৫ টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে):

অধ্যক্ষ (ওদ্‌ধোক্‌খো), অত্যাবশ্যক (ওত্‌তাবশ্‌শোক্‌), অসীম (অশিম্‌), আহ্বান (আওভান্‌), উহ্য (উজ্‌ঝো), গ্রীষ্মকাল (গ্রিশ্‌শোঁকাল্‌), একাডেমি (অ্যাকাডেমি), ঐকতান (ওইকোতান্‌), + বোর্ড পরীক্ষায় আসা অন্যান্য শব্দ।

ধাপ: ১ ।। সমাধান:

১। আদ্য-অ উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

ক) শব্দের আদিতে না-বোধক 'অ' এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন:- অটল, অমর, অসাধারণ।

খ) শব্দের আদিতে 'সহিত' অর্থে 'স' থাকলে আদ্য 'অ' এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন:- সচিত্র, সমূল, সস্ত্রীক।

গ) 'স' বা 'সম' উপসর্গযুক্ত আদি 'অ'-ধ্বনির উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন:- সজীব, সবল, সমকাল

ঘ) অ-ধ্বনির পর ই/ঈ, উ/ঊ থাকলে অ-এর উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন:- অজু (ওজু), অতি (ওতি) পরীক্ষা (পোরিক্‌খা)।

ঙ) অ-ধ্বনির পরে য-ফলা যুক্ত বর্ণ থাকলে আদ্য 'অ' এর উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন:- গদ্য (গোদ্‌দো) পদ্য (পোদ্‌দো) ।

চ) অ-ধ্বনির পরে ঋ-কার যুক্ত বর্ণ থাকলে আদ্য 'অ' এর উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন:- মসৃণ (মোস্‌সৃন্‌), যকৃত (জোক্‌কৃত্‌) ।

২। মধ্য-অ উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

ক) মধ্য অ-ধ্বনির পর ই/ঈ, উ/ঊ থাকলে মধ্য অ-এর উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন:- কাকলি (কাকোলি), জলধি (জলোধি)।

খ) মধ্য অ-ধ্বনির পরে ঋ-কার যুক্ত বর্ণ থাকলে মধ্য 'অ' এর উচ্চারণ সংবৃত হয়।

যেমন:- লোকনৃত্য (লোকোনৃত্‌তো), উপবৃত্তি (উপোবৃত্‌তি), অমসৃণ (অমোস্‌সৃন্‌)।

গ) মধ্য অ-ধ্বনির পরে য-ফলা যুক্ত বর্ণ থাকলে মধ্য 'অ' এর উচ্চারণ সংবৃত হয়।

যেমন:- অদম্য (অদোম্‌মো), আলস্য (আলোশ্‌শো)।

ঘ) মধ্য অ-এর পরে ক্ষ, জ্ঞ-এর দুটো যুক্ত ব্যঞ্জনের যেকোনো একটি থাকলে সেই 'অ'-এর উচ্চারণ সংবৃত/ও-এর মতো হয়।
যেমন:- অদক্ষ (অদোক্‌খো), অবজ্ঞা (অবোগ্‌গাঁ)।

ঙ) মধ্য অ-এর আগে অ, আ, এ, ও - এই চারটি স্বরধ্বনির যেকোনোটি থাকলে সেই 'অ' ও-রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন:- কমল (কমোল্), কানন (কানোন্), বেতন (বেতোন্), ওজন (ওজোন্)।

৩। অন্ত্য-'অ' উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

ক) বিশেষণ পদের শেষে 'তর', 'তম' প্রত্যয় থাকলে অন্ত্য 'অ' সংবৃত হয়। যেমন:- প্রিয়তম(প্রিয়োতমো), গুরুতর(গুরুতরো) ।

খ) বিশেষণ পদের শেষে 'ত' এবং 'ইত' প্রত্যয় থাকলে অন্ত্য 'অ' সংবৃত হয়।
যেমন:- মত (মতো), নিয়মিত (নিয়োমিতো), পঠিত (পঠিতো), চলিত (চলিতো)।

গ) কিছু বিশেষণ বা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত পদের অন্ত্য-'অ' সংবৃত হয়। যেমন:- কাল (কালো), ভাল (ভালো), বড় (বড়ো)।

ঘ) শব্দের শেষে যুক্তবর্ণ থাকলে সে ক্ষেত্রে অন্ত্য 'অ'-এর উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন:- শক্ত (শক্‌তো), দন্ত (দন্‌তো)।

ঙ) ১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের শেষে 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' এর মত হয়।
যেমন:- এগার (অ্যাগারো), বার (বারো), তের (ত্যারো)।

চ) কিছু কিছু দ্বিরুক্ত শব্দে অন্ত্য-অ সংবৃত হয়। যেমন: ছলছল (ছলোছলো), কাঁদকাঁদ (কাঁদোকাঁদো), বড়বড় (বড়োবড়ো)।

৪। এ – ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

(সংবৃত উচ্চারণ : এ → এ)

ক) পদের অন্তে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন:- পথে, ঘাটে, দোষে, গুণে, আসে।

খ) তৎসম শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত এ-ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন:- দেশ, প্রেম, শেষ।

গ) একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ' সংবৃত হয়। যেমন:- কে, যে, সে।

ঘ) 'হ' কিংবা আকারবিহীন যুক্তধ্বনি পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন:- দেহ, কেহ, কেষ্ট।

ঙ) 'ই' কিংবা 'উ'-কার পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন:- দেখি, রেণু, সেতু, লেখি।

(বিবৃত উচ্চারণ : এ → অ্যা)

ক) দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে এ-এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন:- এত (অ্যাতো), কেন (ক্যানো), যেন (য্যানো)।

খ) অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দুযুক্ত ধ্বনির আগের এ-ধনি বিবৃত হয়। যেমন:– খেংড়া (খ্যাংড়া), চেংড়া (চ্যাংড়া), লেংড়া (ল্যাংড়া)।

গ) খাঁটি বাংলা বা দেশি শব্দের আদিতে 'এ' থাকলে তাঁর উচ্চারণ বিবৃত হয়।
যেমন:- তেনা (ত্যানা), তেলাপোকা (ত্যালাপোকা), দেওর (দ্যাওর্) ।

ঘ) এক, এগার, তের- এ কয়টি সংখ্যাবাচক শব্দে এ-এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন:- এক(অ্যাক), এগার(অ্যাগারো), তের(ত্যারো)।

ঙ) 'এক' যুক্ত শব্দে এ-এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন:- একতলা (অ্যাক্‌তলা), একঘরে (অ্যাক্‌ঘরে)।

চ) ক্রিয়াপদের বর্তমান কালের অনুজ্ঞায়, তুচ্ছার্থ ও সাধারণ মধ্যম পুরুষের রূপে এ-এর উচ্চারণ বিবৃত হয়।
যেমন:- দেখ (দ্যাখ্), দেখ (দ্যাখো), খেল (খ্যাল্), খেল (খ্যালো) ফেল (ফ্যাল্), ফেল (ফ্যালো)

ধাপ: ২ ।। সমাধান

প্রশ্ন – ৫। ম-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ ।

ক) শব্দের প্রথমে ম-ফলা যুক্ত হলে ম-ফলার উচ্চারণ হবে না। ম-ফলা যে বর্ণের সঙ্গে যুক্ত থাকবে উচ্চারণে শুধু সে বর্ণের উপর কিছুটা ঝোঁক পড়ে এবং সামান্য নাসিক্যস্বর হয়। যেমন:- শ্মশান(শঁশান্), স্মরণ(শঁরোন্) ইত্যাদি।

খ) শব্দের মধ্যে ম-ফলা যুক্ত হলে ম-ফলার উচ্চারণ হবে না। ম-ফলা যে বর্ণের সঙ্গে যুক্ত থাকবে উচ্চারণে সে বর্ণের দ্বিত্ব হয় এবং সামান্য নাসিক্যস্বর হয়। যেমন:- আত্মীয় (আত্তিঁয়), বিস্ময় (বিশ্শঁয়), কস্মিনকাল(কশ্শিঁন্কাল্) ইত্যাদি।

গ) শব্দের শেষে ম-ফলা যুক্ত হলে ম-ফলার উচ্চারণ হবে না। ম-ফলা যে বর্ণের সঙ্গে যুক্ত থাকবে উচ্চারণে সে বর্ণের দ্বিত্ব হয় এবং সামান্য নাসিক্যস্বর হয় । যেমন:- গ্রীষ্ম (গ্রিশ্শোঁ), পদ্ম (পদ্দোঁ) ইত্যাদি।

ঘ) গ, ঙ, ট, ণ, ন, বা ল বর্ণের সঙ্গে ম-ফলা যুক্ত হলে ম-এর উচ্চারণ বজায় থাকে।
যেমন:- বাগ্মী (বাগ্মি), মৃন্ময় (মৃন্ময়্), জন্ম (জন্মো) ইত্যাদি।

ঙ) যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে ম-ফলা যুক্ত হলে, ম-ফলার উচ্চারণ হয় না। যেমন:- যক্ষ্মা (জোক্খা) লক্ষ্মণ (লক্খোঁন্) ইত্যাদি।

প্রশ্ন – ৬। ব-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

ক) শব্দের প্রথমে ব-ফলা যুক্ত হলে, ব-এর উচ্চারণ হবে না; ব-ফলা যে বর্ণের সঙ্গে যুক্ত শুধু সেই বর্ণের উপর অতিরিক্ত ঝোঁক পড়ে। যেমন:- ক্বচিৎ(কোচিত্), দ্বিত্ব(দিত্তো), শ্বাস(শাশ্) ইত্যাদি।

খ) শব্দের মধ্যে বা শেষে ব-ফলা যুক্ত হলেও ব–ফলার উচ্চারণ হবে না। শুধু যুক্ত ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়।
যেমন:- বিশ্বাস (বিশ্শাশ্), পক্ব (পক্কো), অশ্ব (অশ্শো) ইত্যাদি।

গ) সন্ধিজাত শব্দে যুক্ত ব-ফলায় ব-এর উচ্চারণ বজায় থাকে। যেমন:- দিগ্বিজয়(দিগ্বিজয়), দিগ্বলয় (দিগ্বলয়) ইত্যাদি।

ঘ) শব্দের মধ্যে বা শেষে 'ব' বা 'ম' এর সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে ব-এর উচ্চারণ বজায় থাকে। যেমন:-তিব্বত(তিব্বত), লম্ব(লমবো)।

ঙ) উৎ উপসর্গের সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে ব-এর উচ্চারণ বহাল থাকে। যেমন:- উদ্বাস্তু (উদ্বাস্তু), উদ্বেল (উদ্বেল্) ইত্যাদি।

প্রশ্ন – ৭। য-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

ক) য-ফলার পর ব্যঞ্জনধ্বনি বা 'অ','আ','ও' ধ্বনি থাকলে য-ফলা 'অ্যা' উচ্চারিত হয়। যেমন:- ব্যবহার (ব্যাবোহার্), ব্যস্ত (ব্যাস্তো)

খ) য-ফলার পরে 'ই' ধ্বনি থাকলে য-ফলা 'এ' উচ্চারিত হয়। যেমন:- ব্যক্তি (বেক্তি), ব্যতীত (বেতিতো) ।

গ) য-ফলা শব্দের মাঝে বা শেষে থাকলে 'দ্বিত্ব' উচ্চারিত হয়। যেমন:- বিদ্যুৎ (বিদ্দুত্), বিদ্যা (বিদ্দা) ।

ঘ) শব্দের প্রথমে য-ফলার সাথে উ-কার, ঊ-কার, ও-কার থাকলে য-ফলার উচ্চারণ হয় না। যেমন:- দ্যুতি (দুতি), জ্যোতি (জোতি)।

ঙ) 'হ'-এর পর য-ফলা থাকলে হ+য-ফলা 'জ্ঝ' উচ্চারিত হয়। যেমন:- সহ্য (শোজ্ঝো), গ্রাহ্য (গ্রাজ্ঝো) ।

চ) উদ্যোগ শব্দটির উচ্চারণ বাংলায় দুটি পাওয়া যায়— 'উদ্দোগ্' ও 'উদ্জোগ্'। তবে জনমনে বেশি প্রচলিত 'উদ্দোগ্'।

অতিরিক্ত:

প্রশ্ন-৮। অ-ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

অ- ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ

ক) শব্দের আদিতে না-বোধক 'অ' এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন:- অটল, অনাচার, অসাধারণ।

খ) শব্দের দ্বিতীয় বর্ণে 'অ' কিংবা 'আ' স্বর যুক্ত থাকলে আদ্য 'অ' এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন:- যত, কথা, অমানিশা ।

গ) শব্দের আদিতে সহিত অথবা সম্পূর্ণ অর্থে স থাকলে আদ্য 'অ' এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন:- সচিত্র, সমূল, সস্ত্রীক।

ঘ) 'অ'-স্বরধ্বনি যুক্ত একাক্ষর' শব্দের 'অ'-এর উচ্চারণ -'অ' এর মতো বা বিবৃত হয়। যেমন : রব, যম, জপ, নদ।

ঙ) 'স' বা 'সম' উপসর্গযুক্ত আদি 'অ'-ধ্বনির উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন:- সজীব, সবল, সমকাল।

অ- ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ

ক) অ-ধ্বনির পর ই/ঈ, উ/ঊ থাকলে অ-ধ্বনির উচ্চারণ ও-এর মতো অর্থাৎ সংবৃত হয়। যেমন:- অজু (ওজু),পরীক্ষা (পো্রিকখা)।

খ) তর, তম, তন প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ পদের অন্ত্য 'অ' সংবৃত হয়। যেমন:- প্রিয়তম (প্রিয়োতমো), গুরুতর (গুরুতরো)।

গ) শব্দের প্রথমে র-ফলা থাকলে এবং পরে ই/ঈ থাকলে অ-এর উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন: প্রতিভা (প্রোতিভা), প্রচুর (প্রোচুর্)।

ঘ) ঋ-কার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ববর্তী 'অ' এর উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন:- মসৃণ (মোস্সৃন্), যকৃত (জোক্কৃত্)।

ঙ) য-ফলা যুক্ত বর্ণের পূর্বে 'অ' থাকলে 'অ' এর উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন:- গদ্য (গোদ্দো) পদ্য (পোদ্দো)।

৯। বাংলা উচ্চারণের *যেকোনো* পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর: ক) শব্দের আদিতে না-বোধক 'অ' এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন:- অটল, অনাচার, অসাধারণ।

খ) শব্দের আদিতে 'সহিত' অথবা সম্পূর্ণ অর্থে 'স' থাকলে আদ্য 'অ'-এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন: সচিত্র, সমূল, সস্ত্রীক।

গ) পদের অন্তে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন:- পথে, ঘাটে, দোষে, গুণে।

ঘ) একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ' সংবৃত হয়। যেমন :- কে, যে, সে।

ঙ) দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে 'এ'-এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন:- এত (অ্যাতো), কেন (ক্যানো)।

চ) য-ফলার পরে 'ই' ধ্বনি থাকলে য-ফলা 'এ' উচ্চারিত হয়। যেমন:- ব্যক্তি (বেক্তি), ব্যতীত (বেতিতো)।

ছ) শব্দের শেষে ম-ফলা যুক্ত হলে উচ্চারণে সে বর্ণের দ্বিত্ব এবং সামান্য নাসিক্যস্বর হয়। যেমন:- গ্রীষ্ম(গ্রিশ্শোঁ), পদ্ম(পদ্দোঁ)

জ) উৎ উপসর্গের সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে ব-এর উচ্চারণ বহাল থাকে। যেমন:- উদ্বাস্তু (উদ্বাস্তু), উদ্বেল (উদ্বেল্)।

(তোমার পছন্দমত যেকোনো পাঁচটি নিয়ম লিখতে পারবে।)

১০। প্রশ্ন: উচ্চারণরীতি বলতে কী বোঝ? বিশুদ্ধ উচ্চারণ প্রয়োজন কেন আলোচনা করো।

উচ্চারণরীতি : শব্দের যথাযথ উচ্চারণের জন্য নিয়ম বা সূত্রের সমষ্টিকে উচ্চারণরীতি বলে।

বাংলা উচ্চারণরীতি: বাংলা শব্দের যথাযথ উচ্চারণের জন্য নিয়ম বা সূত্রের সমষ্টিকে বাংলা উচ্চারণরীতি বলে।

বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা:

উচ্চারণের শুদ্ধতা রক্ষিত না হলে ভাষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। ভাষার অর্থবহতা বা বোধগম্যতার ক্ষেত্রে উচ্চারণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই শুদ্ধ উচ্চারণ একদিকে যেমন ঠিকভাবে মনোভাব প্রকাশে সহায়ক, তেমনি শব্দের অর্থবিভ্রান্তি ও বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা থেকেও মুক্ত রাখে। তাই বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজন অপরিসীম। বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

প্রমিত কথ্য ভাষার বাচনভঙ্গি অনুসরণ করা, অর্থাৎ চলিত ও আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথাযথভাবে ব্যবহার করা।

স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির যথাযথ উচ্চারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। অর্থাৎ ঠিক উচ্চারণস্থান থেকেই ধ্বনিগুলোকে উচ্চারণ করতে হবে।

উচ্চারণ-সূত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা।

আঞ্চলিকতা পরিহার করা।

প্রতিনিয়ত অনুশীলন বা চর্চা করা। যদি বানান বা উচ্চারণ সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয় তা হলে অবশ্যই অভিধান দেখতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে তা অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

মাতৃভাষা বাংলার জন্য মহান ভাষা-আন্দোলন আমরাই করেছিলাম। মাতৃভাষার জন্য ইতিহাসে এত বড় আন্দোলন বিরল। বাংলা ভাষার উৎকর্ষ বিধানে শুদ্ধ উচ্চারণরীতি মেনে চলা এবং শুদ্ধ বাংলা ভাষায় কথা বলার আন্তরিক চেষ্টা করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য।

অথবা, খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ লেখো:

ঢাকা বোর্ড: ২০২৪

নদী (নোদি), অবিনাশী (অবিনাশি), প্রভাত (প্রোভাত্), পক্ষ (পোক্খো), বিশেষজ্ঞ (বিশেশোগ্গোঁ), প্রেতাত্মা (প্রেতাত্তাঁ), সংবাদপত্র (শঙ্বাদ্পত্ত্রো), আবৃত্তি (আবৃত্তি)

ঢাকা বোর্ড-২০২৩

চর্যাপদ (চোর্জাপদ্), রাষ্ট্রপতি (রাশ্ট্রোপোতি), প্রত্যাশা (প্রোত্তাশা), সংবাদপত্র (শংবাদ্পত্ত্রো), তন্বী (তোন্নি), চিত্রকল্প(চিত্ত্রোকল্পো), অন্য(ওন্নো), উদ্বেগ (উদ্বেগ্)

ঢাকা বোর্ড- ২০২২ (উচ্চারণ নির্দেশের কোনো প্রশ্ন হয়নি। ২০২১-এ বাংলা পরীক্ষা হয়নি। ২০২০-এ অটোপাশ ছিলো।)

ঢাকা বোর্ড- ২০১৯

অতীত (ওতিত্), শ্রম (স্রোম্), স্বাগত (শাগতো), আবৃত্তি (আবৃত্তি), উদ্যোগ (উদ্দোগ্), দীনবন্ধু (দিনোবোন্ধু), বিজ্ঞান (বিগ্গ্যান্), ঐশ্বর্যবান (ওইশ্শোর্জোবান্)।

সকল বোর্ড- ২০১৮

শ্রাবণ (স্রাবোন্), রাষ্ট্রপতি(রাশ্ট্রোপোতি), শ্রদ্ধাস্পদ (স্রোদ্ধাশ্পদো, নক্ষত্র (নোক্খোত্ত্রো), অত্যাবশ্যক (ওত্তাবোশ্শোক্), দায়িত্ব (দায়িত্তো), প্রেতাত্মা (প্রেতাত্তাঁ), প্রজ্ঞা (প্রোগ্গাঁ)।

ঢাকা বোর্ড- ২০১৭

উপস্থিত (উপোস্থিত্), দরখাস্ত (দর্খাস্তো), প্রায়শ্চিত্ত (প্রায়োশ্চিত্তো), অতি (ওতি), মর্যাদা (মোর্জাদা), লাবণ্য (লাবোন্নো), স্বল্প (শল্পো), ব্যবহার (ব্যাবোহার্)

ঢাকা বোর্ড- ২০১৬

মন (মোন্), ব্যাখ্যা (ব্যাক্খা), নদী (নোদি), ব্রাহ্মণ (ব্রাম্হোন্), এক (অ্যাক্), অসীম (অশিম্), পদ্ম (পদ্দোঁ), আবৃত্তি(আবৃত্তি)

রাজশাহী বোর্ড-২০২৪

পদ্ম(পদ্দোঁ), আহ্বান(আওভান্), হৃদয়(হৃদয়্), জ্ঞান(গ্যান্), ঐতিহ্য(ওইতিজ্ঝো), গদ্য(গোদ্দো), মসৃণ (মোস্সৃন্), শ্রাবণ (স্রাবোন্)

রাজশাহী বোর্ড-২০২৩

নদী (নোদি), ছাত্র (ছাত্ত্রো), অক্ষর (ওক্খোর্), অবিশ্বাস (অবিশ্শাশ্), ঐকতান (ওইকোতান্), স্মরণীয় (শঁরোনিয়ো), গ্রাহ্য (গ্রাজ্ঝো), উদাহরণ (উদাহরোন্)

রাজশাহী বোর্ড- ২০২২-এ উচ্চারণ নির্দেশের কোনো প্রশ্ন হয়নি। ২০২১-এ বাংলা পরীক্ষা হয়নি। ২০২০-এ অটোপাশ ছিলো।

রাজশাহী বোর্ড- ২০১৯

আশ্রম (আস্স্রোম্), ভবিষ্যৎ(ভোবিশ্শত্), বিজ্ঞপ্তি (বিগ্গোঁপ্তি), পুনঃপুন(পুনোপ্পুনো), আবৃত্তি(আবৃত্তি), ব্রাহ্মণ (ব্রাম্হোন্), বৈসাদৃশ্য (বোইশাদৃশ্শো), ষাণ্মাসিক (শান্মাশিক্)

সকল বোর্ড- ২০১৮

শ্রাবণ (স্রাবোন্), রাষ্ট্রপতি(রাশ্ট্রোপোতি), শ্রদ্ধাস্পদ (স্রোদ্ধাশ্পদো), নক্ষত্র (নোক্খোত্ত্রো), অত্যাবশ্যক (ওত্তাবোশ্শোক্), দায়িত্ব (দায়িত্তো), প্রেতাত্মা (প্রেতাত্তাঁ), প্রজ্ঞা (প্রোগ্গাঁ)।

রাজশাহী বোর্ড- ২০১৭

একা(অ্যাকা), অসীম(অশিম্), পদ্য(পোদ্দো), অক্ষ(ওক্খো), বৈশাখ (বোইশাখ্), বিদ্বান (বিদ্দান্), ছাত্র (ছাত্ত্রো), সভ্য (শোব্ভো)

রাজশাহী বোর্ড- ২০১৬

অধ্যক্ষ (ওদ্‌ধোক্‌খো), প্রজ্ঞা (প্রোগ্‌গাঁ), দুরন্ত (দুরন্‌তো), নিষিদ্ধ (নিশিদ্‌ধো), পদ্য (পোদ্‌দো), ঔষধ (ওউশধ্‌), অনিঃশেষ (অনিশ্‌শেশ্‌), ভবিষ্যৎ (ভোবিশ্‌শত্‌)

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৪

বিবাহ (বিবাহো), জ্ঞাতি (গ্যাঁতি), শ্রাবণ (স্রাবোন্‌), অসীম (অশিম্‌), পর্যন্ত (পোর্‌জোন্‌তো), স্বরাজ (শরাজ্‌), পথবাসী (পথোবাশি), ব্যাকরণ (ব্যাকরোন্‌)

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৩

বঞ্চিত (বোন্‌চিতো), ভরসা (ভরোশা), অদ্বিতীয় (অদ্‌দিতিয়ো), অধ্যক্ষ (ওদ্‌ধোক্‌খো), লক্ষ (লোক্‌খো), অরণ্য (অরোন্‌নো), আহ্বান (আওভান্‌), প্রভাত (প্রোভাত্‌)

চট্টগ্রাম বোর্ড- ২০২২

*চট্টগ্রাম বোর্ড- ২০২২- এ উচ্চারণ নির্দেশের কোনো প্রশ্ন হয়নি। ২০২১-এ বাংলা পরীক্ষা হয়নি। ২০২০-এ অটোপাশ ছিলো।

চট্টগ্রাম বোর্ড- ২০১৯

অদ্য (ওদ্‌দো), ইতঃপূর্বে (ইতোপ্‌পুর্‌বে), ঐশ্বর্য (ওইশ্‌শোর্‌জো), বৈশাখ (বোইশ্‌খ), অধ্যক্ষ (ওদ্‌ধোক্‌খো), ব্যাখ্যা (ব্যাক্‌খা), ছাত্র (ছাত্‌ত্রো), চিহ্ন (চিন্‌হো)।

সকল বোর্ড- ২০১৮

শ্রাবণ (স্রাবোন্‌), রাষ্ট্রপতি(রাশ্‌ট্রোপোতি), শ্রদ্ধাস্পদ (স্রোদ্‌ধাশ্‌পদো), নক্ষত্র (নোক্‌খোত্‌ত্রো), অত্যাবশ্যক (ওত্‌তাবোশ্‌শোক্‌), দায়িত্ব (দায়িত্‌তো), প্রেতাত্মা (প্রেতাত্‌তাঁ), প্রজ্ঞা (প্রোগ্‌গাঁ)।

চট্টগ্রাম বোর্ড- ২০১৭

একটি (এক্‌টি), কর্ম (কর্‌মো), নিঃশর্ত (নিশ্‌শর্‌তো), ধন্যবাদ (ধোন্‌নোবাদ্‌), মর্যাদা (মোর্‌জাদা), যথাক্রমে (জথাক্‌ক্রোমে), দ্রষ্টব্য (দ্রোশ্‌টোব্‌বো), অতীত (ওতিত্‌)।

চট্টগ্রাম বোর্ড- ২০১৬

অধ্যক্ষ (ওদ্‌ধোক্‌খো), প্রজ্ঞা (প্রোগ্‌গাঁ), দুরন্ত (দুরন্‌তো), নিষিদ্ধ (নিশিদ্‌ধো), পদ্য (পোদ্‌দো), ঔষধ (ওউশধ্‌), অনিঃশেষ (অনিশ্‌শেশ্‌), ভবিষ্যৎ (ভোবিশ্‌শত্‌)

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৪

ব্যতীত(বেতিতো),সন্ধ্যা(শোন্‌ধা), দক্ষ(দোক্‌খো), মৃন্ময়(মৃন্‌ময়্‌), শাশ্বত(শাশ্‌শতো), কন্যা(কোন্‌না), যুগ্ম(জুগ্‌মো), অজ্ঞান(অগ্‌গ্যাঁন্‌)

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৩

ঐকতান (ওইকোতান্‌), বিজ্ঞান (বিগ্‌গ্যাঁন্‌), ঔপন্যাসিক (ওউপোন্‌নাশিক্‌), ছাত্র (ছাত্‌ত্রো), অসীম (অশিম্‌), প্রধান (প্রোধান্‌), পরীক্ষা (পোরিক্‌খা), কবি (কোবি)

কুমিল্লা বোর্ড- ২০২২ (এ উচ্চারণ নির্দেশের কোনো প্রশ্ন হয়নি। ২০২১-এ বাংলা পরীক্ষা হয়নি। ২০২০-এ অটোপাশ ছিলো।)

কুমিল্লা বোর্ড- ২০১৯

অনিঃশেষ (অনিশ্‌শেশ্‌), ঐশ্বর্য (ওইশ্‌শোর্‌জো), ষাণ্মাসিক (শান্‌মাশিক্‌), প্রায়শ্চিত্ত (প্রায়োশ্‌চিত্‌তো), উহ্য (উজ্‌ঝো), জয়ধ্বনি (জয়োদ্‌ধোনি), ব্রহ্মপুত্র (ব্রোম্‌হোপুত্‌ত্রো), উদ্বাস্তু (উদ্‌বাস্‌তু)

কুমিল্লা বোর্ড (সকল বোর্ড)- ২০১৮

শ্রাবণ (স্রাবোন্), রাষ্ট্রপতি(রাশ্ট্রোপোতি), শ্রদ্ধাস্পদ (স্রোদ্ধাশ্পদো), নক্ষত্র (নোক্খোত্ত্রো), অত্যাবশ্যক (ওত্তাবোশ্শোক্), দায়িত্ব (দায়িত্তো), প্রেতাত্মা (প্রেতাত্তাঁ), প্রজ্ঞা (প্রোগ্গাঁ)।

কুমিল্লা বোর্ড- ২০১৭

গঞ্জনা (গন্জোনা), লক্ষ্মণ (লক্খোঁন্), আহ্বান (আওভান্), ওজস্বী (ওজোশ্শি), অশিক্ষিত (অশিক্খিতো), উদ্যোগ (উদ্দোগ্), অধ্যক্ষ (ওদ্ধোক্খো), মন্তব্য (মোন্তোব্বো)

কুমিল্লা বোর্ড- ২০১৬

পদ্য (পোদ্দো), চর্যাপদ (চোর্জাপোদ্), অত্যাচার (ওত্তাচার্), বিজ্ঞপ্তি (বিগ্গোঁপ্তি), স্বাগত (শাগতো), আহ্বান (আওভান্), স্মর্তব্য (শঁর্তোব্বো), ব্রহ্মাণ্ড (ব্রোম্হান্ডো)।

যশোর বোর্ড-২০২৪

উদ্বেগ (উদ্বেগ্), স্মরণীয় (শঁরোনিয়ো), দ্রষ্টব্য (দ্রোশ্টোব্বো), ঐশ্বর্য (ওইশ্শোর্জো), ঔপন্যাসিক (ওউপোন্নাশিক্), আহ্বান (আওভান্), প্রতিজ্ঞা (প্রোতিগ্গাঁ), ব্যতিক্রম (বেতিক্ক্রোম্)

যশোর বোর্ড-২০২৩

পর্যন্ত (পোর্জোন্তো), বিজ্ঞাপন (বিগ্গাঁপোন্), অধ্যক্ষ (ওদ্ধোক্খো), ব্যতিক্রম (বেতিক্ক্রোম্), গণতন্ত্র (গনোতন্ত্রো), দুঃখ (দুক্খো), অসহ্য (অশোজ্ঝো), গ্রহণ (গ্রোহোন্)

যশোর বোর্ড- ২০২২

*যশোর বোর্ড- ২০২২- এ উচ্চারণ নির্দেশের কোনো প্রশ্ন হয়নি। ২০২১-এ বাংলা পরীক্ষা হয়নি। ২০২০-এ অটোপাশ ছিলো।

যশোর বোর্ড- ২০১৯

অধ্যক্ষ (ওদ্ধোক্খো), দুরন্ত (দুরন্তো), পদ্য (পোদ্দো), ভবিষ্যৎ (ভোবিশ্শত্), মনোমালিন্য (মনোমালিন্নো), নদীমাতৃক (নোদিমাতৃক্), ব্রাহ্মণ (ব্রাম্হোন্), ঐশ্বর্য (ওইশ্শোর্জো)।

যশোর বোর্ড- ২০১৮

শ্রাবণ (স্রাবোন্), রাষ্ট্রপতি(রাশ্ট্রোপোতি), শ্রদ্ধাস্পদ (স্রোদ্ধাশ্পদো), নক্ষত্র (নোক্খোত্ত্রো), অত্যাবশ্যক (ওত্তাবোশ্শোক্), দায়িত্ব (দায়িত্তো), প্রেতাত্মা (প্রেতাত্তাঁ), প্রজ্ঞা (প্রোগ্গাঁ)।

যশোর বোর্ড- ২০১৭

ঐক্য (ওইক্কো), কবিতা (কোবিতা), দক্ষ (দোক্খো), বিজ্ঞান (বিগ্গ্যাঁন্), ব্যতীত (বেতিতো), মর্যাদা (মোর্জাদা), সৃজনশীল (সৃজন্শিল্), হিংস্র (হিঙ্স্স্রো)।

যশোর বোর্ড- ২০১৬

অধ্যক্ষ (ওদ্ধোক্খো), এখন (অ্যাখোন্), গণিত (গোনিত্), তটিনী (তোটিনি), ঐশ্বর্য (ওইশ্শোর্জো), একা (অ্যাকা), দক্ষ (দোক্খো), পদ্য (পোদ্দো)।

সিলেট বোর্ড- ২০২৩

উল্লাস (উল্লাশ্), ঐকতান (ওইকোতান্), আবশ্যক (আবোশ্শোক্), চিহ্নিত (চিন্হিতো), স্বাগত (শাগতো), প্রণীত (প্রোনিতো), ব্যতীত (বেতিতো), নক্ষত্র (নোক্খোত্ত্রো)

সিলেট বোর্ড- ২০২২ (উচ্চারণ নির্দেশের কোনো প্রশ্ন হয়নি। ২০২১-এ বাংলা পরীক্ষা হয়নি। ২০২০-এ অটোপাশ ছিলো।)

সিলেট বোর্ড- ২০১৯

একাডেমি (অ্যাকাডেমি), উদাহরণ (উদাহরোন্), ধার্য (ধার্‌জো), প্রণীত (প্রোনিতো), অদ্বিতীয় (অদ্‌দিতিয়ো), চর্যাপদ (চোর্‌জাপদ্), ব্রাহ্মণ (ব্রাম্‌হোন্), রূপসী (রুপোশি)

সিলেট বোর্ড- ২০১৮

শ্রাবণ (স্রাবোন্), রাষ্ট্রপতি(রাশ্‌ট্রোপোতি), শ্রদ্ধাস্পদ (স্রোদ্‌ধাশ্‌পদো), নক্ষত্র (নোক্‌খোত্‌ত্রো), অত্যাবশ্যক (ওত্‌তাবোশ্‌শোক্), দায়িত্ব (দায়িত্‌তো), প্রেতাত্মা (প্রেতাত্‌তাঁ), প্রজ্ঞা (প্রোগ্‌গাঁ)।

সিলেট বোর্ড- ২০১৭

অকৃতজ্ঞ (অকৃতগ্‌গোঁ), অতঃপর (অতোপ্‌পর্), আবশ্যক (আবোশ্‌শোক্), চিহ্নিত (চিন্‌হিতো), ঐকতান (ওইকোতান্), শ্লেষ্মা (স্লেশ্‌শাঁ), প্রশ্ন (প্রোশ্‌নো), জিহ্বা (জিওভা)।

সিলেট বোর্ড- ২০১৬

খাদ্য (খাদ্‌দো), যজ্ঞ (জোগ্‌গোঁ), মন্তব্য (মোন্‌তোব্‌বো), ধার্য (ধার্‌জো), চলন্ত (চলোন্‌তো), লক্ষণ (লোক্‌খোন্), শুষ্ক (শুশ্‌কো), সমন্বয় (শমোন্‌নয়্)

বরিশাল বোর্ড- ২০২৪

অভিমান (ওভিমান্), একাডেমি (অ্যাকাডেমি), অদ্বিতীয় (অদ্‌দিতিয়ো), দক্ষ (দোক্‌খো), ব্যবধান (ব্যাবোধান্), পদ্ম (পদ্‌দোঁ), মর্যাদা (মোর্‌জাদা), কবিতা (কোবিতা)

বরিশাল বোর্ড- ২০২৩

ঐশ্বর্য (ওইশ্‌শোর্‌জো), আবৃত্তি (আবৃত্‌তি), প্রেতাত্মা (প্রেতাত্‌তাঁ), দ্রষ্টব্য (দ্রোশ্‌টোব্‌বো), উপমা (উপোমা), প্রশ্ন (প্রোস্‌নো), দক্ষ (দোক্‌খো), হিংস্র (হিঙস্‌স্রো)

বরিশাল বোর্ড- ২০২২ (উচ্চারণ নির্দেশের কোনো প্রশ্ন হয়নি। ২০২১-এ বাংলা পরীক্ষা হয়নি। ২০২০-এ অটোপাশ ছিলো।)

বরিশাল বোর্ড- ২০১৯

ব্যাকরণ (ব্যাকরোন্), পক্ষ (পোক্‌খো), বিশ্বাস (বিশ্‌শাশ্), ঐতিহ্য (ওইতিজ্‌ঝো), হৃৎপিণ্ড (হৃদ্‌পিন্‌ডো), নদী (নোদি), পদ্ম (পদ্‌দোঁ), আহ্বান (আওভান্)।

বরিশাল বোর্ড- ২০১৮

শ্রাবণ (স্রাবোন্), রাষ্ট্রপতি(রাশ্‌ট্রোপোতি), শ্রদ্ধাস্পদ (স্রোদ্‌ধাশ্‌পদো), নক্ষত্র (নোক্‌খোত্‌ত্রো), অত্যাবশ্যক (ওত্‌তাবোশ্‌শোক্), দায়িত্ব (দায়িত্‌তো), প্রেতাত্মা (প্রেতাত্‌তাঁ), প্রজ্ঞা (প্রোগ্‌গাঁ)।

বরিশাল বোর্ড- ২০১৭

অদ্য (ওদ্‌দো), ইতঃপূর্বে (ইতোপ্‌পুর্‌বে), উপমা (উপোমা), কক্ষ (কোক্‌খো), পদ্ম (পদ্‌দোঁ), তন্ময় (তন্‌ময়্), বিজ্ঞ(বিগ্‌গোঁ), মৃন্ময়(মৃন্‌ময়্)।

বরিশাল বোর্ড- ২০১৬

অধ্যক্ষ(ওদ্‌ধোক্‌খো), আহ্বান(আওভান্), গ্রীষ্মকাল(গ্রিশ্‌শোঁকাল্), পুনঃপুন(পুনোপ্‌পুনো), ষাণ্মাসিক(শান্‌মাশিক্), জ্ঞাত(গ্যাঁতো), স্বাগত(শাগতো), সংগ্রহ(শঙ্‌গ্রোহো)।

দিনাজপুর বোর্ড- ২০২৪

পর্যন্ত (পোর্‌জোন্‌তো), মধ্যাহ্ন (মোদ্‌ধান্‌হো), জিহ্বা (জিউভা), দেখা (দ্যাখ্যা), ধন্যবাদ (ধোন্‌নোবাদ্), জয়ধ্বনি (জয়োদ্‌ধোনি), স্মৃতি (সৃঁতি), এক (অ্যাক্)

দিনাজপুর বোর্ড- ২০২৩

চর্যাপদ (চোর্‌জাপদ্), চিহ্ন (চিন্‌হো), সহস্র (শহোস্‌স্রো), ব্রাহ্মণ (ব্রাম্‌হোন্), প্রতিজ্ঞা (প্রোতিগ্‌গাঁ), নবজাত (নবোজাতো), আহ্বান (আওভান্), ইতঃপূর্বে (ইতোপ্‌পুর্‌বে)

দিনাজপুর বোর্ড- ২০২২ (উচ্চারণ নির্দেশের কোনো প্রশ্ন হয়নি। ২০২১-এ বাংলা পরীক্ষা হয়নি। ২০২০-এ অটোপাশ ছিলো।)

দিনাজপুর বোর্ড- ২০১৯

আশ্রম(আস্‌স্রোম্), ঐকমত্য(ওইকোমোত্‌তো), গ্রীষ্ম(গ্রিশ্‌শোঁ), জনশ্রুতি(জনোস্‌স্রুতি), তত্ত্বাবধান(তত্‌তাবধান্), প্রত্যক্ষ(প্রোত্‌তোক্‌খো) , শ্রবণ(স্রোবোন্), আবৃত্তি(আবৃত্‌তি)।

দিনাজপুর বোর্ড- ২০১৮

শ্রাবণ (স্রাবোন্), রাষ্ট্রপতি(রাশ্‌ট্রোপোতি), শ্রদ্ধাস্পদ (স্রোদ্‌ধাশ্‌পদো), নক্ষত্র (নোক্‌খোত্‌ত্রো), অত্যাবশ্যক (ওত্‌তাবোশ্‌শোক্), দায়িত্ব (দায়িত্‌তো), প্রেতাত্মা (প্রেতাত্‌তাঁ), প্রজ্ঞা (প্রোগ্‌গাঁ)।

দিনাজপুর বোর্ড- ২০১৭

অসীম(অশিম্), গ্রীষ্মকাল(গ্রিশ্‌শোঁকাল্), জ্ঞাত(গ্যাঁতো), ব্যাখ্যা(ব্যাক্‌খা), পরীক্ষা(পোরিক্‌খা), প্রণীত(প্রোনিতো), দায়িত্ব(দায়িত্‌তো), একতা(অ্যাকোতা)।

দিনাজপুর বোর্ড- ২০১৬

অধ্যাপক(ওদ্‌ধাপোক্), উদাহরণ(উদাহরোন্), খাদ্য(খাদ্‌দো), নাগরিক(নাগোরিক্), ছাত্র(ছাত্‌ত্রো), একাডেমি(অ্যাকাডেমি), ধন্যবাদ(ধোন্‌নোবাদ্), প্রথম(প্রথোম্)।

<u>ময়মনসিংহ বোর্ড- ২০২৪:</u> ঐশ্বর্যবান (ওইশ্‌শোর্‌জোবান্), উদ্যোগ (উদ্‌দোগ্), বিজ্ঞান (বিগ্‌গ্যাঁন্), পদ্ম (পদ্‌দোঁ), একাডেমি (অ্যাকাডেমি), ব্রাহ্মণ (ব্রাম্‌হোন্), আহ্বান (আওভান্), অতঃপর (অতোপ্‌পর্)

<u>ময়মনসিংহ বোর্ড- ২০২৩:</u> ঊনসত্তর (উনোশোত্‌তোর্), জয়ধ্বনি (জয়োদ্‌ধোনি), সৌন্দর্য (শোউন্‌দোর্‌জো), অন্নপূর্ণা (অন্‌নোপুর্‌না), আসক্তি (আশোক্‌তি), প্রজাপতি (প্রোজাপোতি), হিতৈষী (হিতোইশি), বিশেষজ্ঞ (বিশেশোগ্‌গোঁ)

<u>ময়মনসিংহ বোর্ড- ২০২২</u> *ময়মনসিংহ বোর্ড- ২০২২- এ উচ্চারণ নির্দেশের কোনো প্রশ্ন হয়নি। ২০২১-এ বাংলা পরীক্ষা হয়নি। ২০২০-এ অটোপাশ ছিলো। পূর্বের বছরগুলোতে এই বোর্ডের এইচএসসি কার্যক্রম ছিল না।

<u>নমুনা প্রশ্ন:</u> ১। ক) 'এ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। ৫

অথবা, খ) প্রদত্ত শব্দগুলোর উচ্চারণ লেখ: (যেকোনো পাঁচটি) –

উহ্য, একাডেমি, ষাণ্মাসিক, মৃন্ময়, ব্যতীত, গদ্য, বাগ্মী, উদ্বেল

প্রণয়নে-
মো. হুমায়ন ফরিদ
প্রভাষক (বাংলা)
বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
নির্ঝর, ঢাকা সেনানিবাস।
কথাসংখ্যা- ০১৭২৫৮৮৯৫১১

ভূতপূর্ব
প্রভাষক- ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস।
সহকারী শিক্ষক – পুলিশ লাইন্স স্কুল ও কলেজ, রংপুর
সহকারী শিক্ষক – সাভার ল্যাবরেটরি স্কুল